হাসুমনি নামটি হচ্ছে নতুন প্রজন্মের একটি প্রতীক। বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনাকে হাসুমনি বলে ডাকতো।

বঙ্গবন্ধুর সেই আদরের নয়নমণি ছোট্ট ‘হাসুমনি’ মানবিকতা আর ন্যায়বোধ দিয়ে বাংলাদেশের প্রিয় নেত্রী হয়ে বিশ্ব নেত্রীর মর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর প্রিয় নেত্রীর প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা নিয়ে গড়ে উঠেছে ‘হাসুমনির পাঠশালা’। যেখানে শেখ হাসিনা নিয়ে জানা যাবে, পড়াশোনা করা যাবে।

নতুন প্রজন্ম যাতে করে শেখ হাসিনাকে জানতে পারে চিনতে পারে, তাঁর কর্মকে অনুসরণ করতে পারে, নেত্রীর কর্মদক্ষতা থেকে যেন মানুষ উৎসাহ পায় এমন কিছু থেকেই পাঠশালাটি। বলছিলেন উদ্যোক্তা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মারুফা আক্তার পপি।

জামালপুরের মেয়ে পপি। ছোটবেলা বাবার কাছে বঙ্গবন্ধুর গল্প শুনতেন। বাবা-ই পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু নামটির সাথে। পরিবারের সবার ছোট পপি। বড় ভাইরা তৎকালীন সময়ে জড়িত ছিলেন ছাত্রলীগের সাথে এবং তাদের কর্মযজ্ঞ দেখেই রাজনীতির অনুপ্রেরণা জন্ম নেয় তার। তিনি কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও পরে ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব ও পালন করেছিলেন।

পপি বলেন, দেশরত্ন শেখ হাসিনা শুধু জাতীয় নেতাই নন, তিনি আজ তৃতীয় বিশ্বের একজন বিচক্ষণ বিশ্বনেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। মানবিক, অসামপ্রদায়িক, উদার, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও বিজ্ঞানমনস্ক জীবনদৃষ্টি তাকে করে তুলেছে এক আধুনিক, অগ্রসর রাষ্ট্রনায়ক।

একবিংশ শতাব্দীর অভিযাত্রায় দিন বদল ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার কারিগর তিনি। সারা বিশ্বের নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের ভরসাস্থল।

আগামী প্রজন্মেও তরুণরা যাতে শেখ হাসিনাকে দেখে উত্সাহ পায়, অনুপ্রেরণা পায় সেই জন্যই এই ক্ষুদ্র প্রয়াশ।দায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর প্রিয় নেত্রীর প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা নিয়ে গড়ে উঠেছে ‘হাসুমনির পাঠশালা’। যেখানে শেখ হাসিনা নিয়ে জানা যাবে, পড়াশোনা করা যাবে।